এই সময়
সংবাদপত্র

* কথা সরিৎ *

পুঁজিবাদের সহজাত দোষ হল সুফলের ভাগাভাগিতে বৈষম্য, সমাজতন্ত্রের সহজাত গুণ হল দুঃখ-দুর্দশা সমান ভাবে ভাগ করে নেওয়া।
— উইনস্টন চার্চিল

বিপদসঙ্কেত

গত কয়েক বছর ধরে বিজেপি-র যে বিজয়রথ অপ্রতিহত গতিতে ধাবমান, তাতে কি শ্লথতার স্বাক্ষর? আপাতত অন্ধ্রপ্রদেশে একটি ফাঁড়া কেটেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তেলুগু দেশম (টিডিপি) নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু ঘোষণা করেছেন যে বিজেপি-র সঙ্গে তাদের জোট আপাতত অটুট থাকছে। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, টিডিপি-বিজেপি-র উপর ক্ষুব্ধ। সংঘাতের শুরু কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে। টিডিপি-র অভিযোগ, অন্ধ্রের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। অন্ধ্রে আপাতত সমস্যা মিটলেও মহারাষ্ট্রে বিজেপি ও তাদের দীর্ঘকালীন জোটসঙ্গী শিবসেনার বিচ্ছেদ প্রায় সম্পূর্ণ। এনডিএ-র মধ্যে থেকেই শিবসেনা প্রায়শ বিজেপি-র বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে। স্পষ্টতই, মহারাষ্ট্রে বিজেপি-র বাড়বৃদ্ধি এবং ফলে তাদের জমি হারানোর দরুণ তারা আশঙ্কিত। ইতিমধ্যেই তারা ঘোষণা করেছে আগামী বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে তারা একাই লড়বে। অন্ধ্রের ক্ষেত্রে সমস্যাটি জটিলতর। রাজ্যটি নবগঠিত এবং কৃষিকেন্দ্রিক। অতএব, উন্নয়নের জন্য তাদের বিশেষ আর্থিক সাহায্য জরুরি। যদি কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে দাবি অনুযায়ী সহায়তা না মেলে, টিডিপি ও বিজেপি-র পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিতে ফাটল ধরাই স্বাভাবিক।

অভিযোগের গুঞ্জন অকালি দলের তরফ থেকেও। তাদের দাবি, বিজেপি জোটধর্ম পালন করছে না। অন্য দিকে, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও জেডি(ইউ) নেতা নীতীশ কুমার একটি ক্ষেত্রে একলা চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রে একত্র নির্বাচনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি, তার বিপরীতে হেঁটে জানিয়েছেন যে বিহারে পূর্বনির্ধারিত সময়ে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ, এনডিএ-র অভ্যন্তরে নানাবিধ ক্ষতচিহ্ন দৃশ্যমান। এই মুহূর্তে বিজেপি যেহেতু লোকসভায় একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, অতএব জোটসঙ্গীরা অপরিহার্য নয়। কিন্তু সেই হিসেব-নিকেশটি স্বল্পমেয়াদি। স্মর্তব্য, গুজরাটে বিজেপি কিছুটা জমি হারিয়েছে, এবং তার থেকেও বড়ো ধাক্কা রাজস্থান উপ-নির্বাচন। এমত অবস্থায় জোটসঙ্গীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা জরুরি। নতুবা, আগামী লোকসভা নির্বাচনে যদি কোনও পক্ষই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, বিজেপি-র পক্ষে সরকার গঠন কঠিনতর হতে বাধ্য। এবং এমন অনুমানও অসঙ্গত নয়, কর্নাটকে বিজেপি যদি পরাজিত হয়, ফাটলগুলি গভীরতর হতে পারে। এহেন পরিস্থিতিতে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব কী পদক্ষেপ করেন, সেটিই দেখার।

নিষ্ফলা

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ভারতের নাগরিকদের একটি বড়ো অংশ যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, তার জন্য একটি বিস্তৃত স্বাস্থ্য প্রকল্পের প্রস্তাব করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অনেক অপ্রাপ্তির মধ্যেও ১০ কোটি পরিবারের জন্য ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত সরকারি অনুদানের এই প্রস্তাব, সাধারণ মানুষের একটা বড়ো অংশকে কিঞ্চিৎ স্বস্তি দেবে আশা করা চলে। কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, পরিবেশ দূষণ না কমলে ভারতে যত বড়োই স্বাস্থ্যপ্রকল্প নেওয়া হোক না কেন, তা এক অর্থে 'নিষ্ফলা'ই থেকে যাবে, কারণ দূষিত

রাজস্থানে হারলেও পশ্চিমবঙ্গের উপনির্বাচনে বিজেপি শুধু দ্বিতীয় স্থানেই নয়, তাদের ভোটও বেড়েছে প্রচুর

বামপন্থীরা হতোদ্যম, তৃণমূলই এখন নব্য-বাম?

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের হাত ধরে এক মধ্য-বাম পপুলিস্ট রাজনীতি জন্ম নিয়েছে। তাকে নিচুতলায় সমর্থন জোগাচ্ছে বামফ্রন্টেরই প্রাক্তন কর্মী ও সমর্থকদের একটি বড়ো অংশ।
লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

গত পয়লা ফেব্রুয়ারি, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গে উপনির্বাচনের ফল বেরিয়েছে। ফলাফল থেকে স্পষ্ট যে রাজস্থানে কেন্দ্রের শাসক দল ধরাশায়ী। আর বাংলায় রাজ্যের শাসক দল তাদের জনসমর্থন বাড়িয়ে চলেছে। রাজস্থানের উপনির্বাচনের এই ফল কংগ্রেসকে বাড়তি উৎসাহ যোগাবে। আগামী এক বছরের মধ্যে কয়েকটা বড়ো রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে লড়াই হবে কর্নাটক, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিসগড়ে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে মূলত পশ্চিম ও উত্তর ভারতে গোয়া, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড়, রাজস্থান এবং তিনটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল (আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ) মিলে মোট ১০৫টি আসনে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সরাসরি লড়াই হবে। এই সমস্ত কেন্দ্রে কোনও তৃতীয় শক্তি বা আঞ্চলিক দলের তেমন কোনও প্রভাব নেই। কংগ্রেস দলকে আগামী লোকসভা নির্বাচনে তিন অঙ্কের আসন পেতে হলে কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা ছাড়া এই ১০৫টি আসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রতি উপনির্বাচনের ফল শাসক দল কে শুধু স্বস্তিই দেবে না বরং পঞ্চায়েত ভোটের আগে তাদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে। ২০০১ সাল থেকে কংগ্রেস দলটির এই রাজ্যে এমন অবস্থা যে হয় তারা তৃণমূলের হাত ধরতে বাধ্য থাকে আর নয়তো তারা বামেদের উপরে নির্ভরশীল হয়। ১৯৯৮ সাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গে কংগ্রেস দলটিকে তৃণমূল প্রায় গ্রাস করে নিয়েছিল। আগামী পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেসের পুরনো ঘাঁটি যথা মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূল, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে কংগ্রেস দলটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করবে কিনা সেটা পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখা যাবে।

বাংলার নির্বাচনী রাজনীতির প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করলে দু'টি প্রধান বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এক দিকে দীর্ঘ সময় ধরে একদলীয় শাসনের কর্তৃত্ব। অন্য দিকে দ্বিদলীয় রাজনীতির ঝোঁক। ১৯৫২-১৯৬৭ সালের মধ্যে কংগ্রেস দলের কর্তৃত্ব থাকলেও বামেরা তখন মূল বিরোধী শক্তি। ১৯৬৭ সাল থেকে এক দশক সময় বাদ দিলে সেই দ্বিদলীয় রাজনীতি পুনরুজ্জীবিত হয় ১৯৭৭ থেকে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট আর কংগ্রেসের মধ্যে মূল নির্বাচনী লড়াই ছিল। লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের শতাংশের বিচার করলে ১৯৯৮ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট ও তৃণমূলের মধ্যে ওই দ্বিদলীয় রাজনীতি আবদ্ধ ছিল। ২০১৬ সালের পর রাজ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পাবার জন্য লড়াই চলছে মূলত বিজেপি আর বামেদের মধ্যে। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ২৯১টি কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছিল। তার মধ্যে ২৬৩টি কেন্দ্রে বিজেপির জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। আর তারা মাত্র তিনটে আসনে জিতেছিল। এহেন ভরাডুবির মধ্যেও এই রাজ্যে বিজেপির শক্তি দুটো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল। ২০১৬ বিধানসভায় আসাম-লাগোয়া উত্তরবঙ্গের কয়েকটি আদিবাসী প্রধান কেন্দ্রে এবং ওড়িশা-লাগোয়া পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি আদিবাসী প্রধান কেন্দ্রে বিজেপির প্রভাব স্পষ্ট ছিল। তার পর ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর অনেকগুলো উপনির্বাচন হয়েছে। ২০১৬ সালে কোচবিহার লোকসভায় বিজেপি দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল আর তমলুক লোকসভা ও মন্তেশ্বর বিধানসভায় সিপিআইএম দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। ২০১৭ সালে কাঁথি দক্ষিণ বিধানসভায় বিজেপি দ্বিতীয় আর সবং বিধানসভায় সিপিআইএম দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। ২০১৮ সালের এই উপনির্বাচনে দেখা যাচ্ছে বিজেপি শুধু দ্বিতীয় স্থান পায়নি বরং তাদের ভোট অনেকটা বেড়েছে আর বামেদের ভোট বহুলাংশে কমেছে। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যে প্রধান বিরোধী শক্তি কে, তা আগামী পঞ্চায়েত ভোটে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এই রাজ্যে বিজেপির বাড়বাড়ন্ত প্রধানত তিনটে কারণে। প্রথম, বামফ্রন্ট ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকার জন্য তৃণমূল বিরোধিতার জায়গা থেকে কিছু মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করছে। আর বাংলায় বিজেপি এখনও পরীক্ষিত না হওয়ার কারণে ওই সমস্ত মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না যদিও তাদের অনেকেই বিজেপির সমস্ত নীতির সঙ্গে একমত নয়। দ্বিতীয়ত, কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল ও শিলিগুড়ি শহর ও শহরতলি তে বসবাসকারী হিন্দিভাষীদের মধ্যে এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশের ভোটার বিজেপিকে তাদের নিজেদের দল হিসেবে গ্রহণ করছে। তৃতীয়ত, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে মধ্যবিত্তের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকছে। বাজেটে মধ্যবিত্তের জন্য কেন্দ্রের সরকার বিশেষ কিছু না দেওয়ার জন্য কি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেবে? সেই উত্তরের খোঁজে লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

বাম জমানার শেষ দশ বছর এবং তৃণমূল জমানার প্রথম পাঁচ বছরেও এই মধ্যবিত্তের একটা অংশ বামফ্রন্টকে দুই হাত তুলে ভোট দিয়েছিল। অন্য দিকে গরিব মানুষের মধ্যে যে সমর্থন বামফ্রন্টের ছিল, তা ক্রমশ তৃণমূলের দিকে চলে যেতে শুরু করেছে বিগত কয়েক বছর। বাংলার তুলনায় কেরালা এবং ত্রিপুরাতে গরিব মানুষের মধ্যে বামেদের এখনও গ্রহণযোগ্যতা আছে। বাংলায় বহু দশক জুড়ে এক দিকে উদারবাদী ও অন্য দিকে বাম ধারার রাজনীতি থাকার ফলে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রগতিশীল ও সমন্বয়বাদী মানুষের সংখ্যার প্রাচুর্য। এই প্রগতিশীল মানুষদের জন্য বাংলায় শ্রেণি ও ভাষাভিত্তিক রাজনীতি অনেক বেশি বল পায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পরিবর্তে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মাটিতে রাজনীতি করা বিজেপি তাই এই বাংলায় জমি পেতে সময় নিচ্ছে। শ্রেণি ও ভাষাভিত্তিক রাজনীতিকে জোরদার করলে বাংলায় বিজেপিকে ঠেকানো অসম্ভব নয়। অন্য দিকে মহিলাদের অধিকারের প্রশ্নে সংঘ পরিবার সব সময় ব্যাকফুটে থাকে। সেই দিকে নজর দিলে মহিলাদের অধিকার নিয়েও রাজনীতির একটা বড়ো ক্ষেত্র বাংলার মাটিতে তৈরি আছে। রাজ্যের শাসক দল কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী নিয়ে সেই রাজনীতির জমিকে শক্তপোক্ত করছে। বিরোধী পরিসরে যাঁরা প্রগতিশীল বলে নিজেদের দাবি করেন তাঁরা শ্রেণি, ভাষা ও মহিলাদের অধিকার নিয়ে রাজনীতি করতে পারেন। তার কারণ, অন্য যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যথা জাত-পাত কেন্দ্রিক প্রশ্ন, সেইগুলো নিয়ে অন্তত এই প্রদেশে তাঁরা কখনও বিশেষ মাথা ঘামাননি।

নির্বাচনী রাজনীতির দিকে তাকালে বামেদের ভোট ২০০৯ সালের লোকসভা থেকে ক্রমশ কমছে। কিন্তু কোনও মৌলিক চিন্তার সন্ধান না করে ও জনগণের নিত্য দিনের অভাব-অভিযোগকে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি গণ-আন্দোলনের পথকে সুদৃঢ় না করে এই রাজ্যে ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করার পুরনো বাতিক বামফ্রন্টের এখনও গেল না। সংবাদমাধ্যমের খবর থেকে জানা গেল যে বামফ্রন্টের বড়ো শরিকের এপ্রিল মাসের পার্টি কংগ্রেসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রাক-নির্বাচনী সমঝোতা হবে কিনা এই নিয়েই নাকি কালাতিপাত হতে চলেছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের সঙ্গে একটা জোড়াতাপ্পি দেওয়া নির্বাচনী সমঝোতা করে কোনও লাভ না হবার পরেও সেই পুরনো গান কিছু তাবড় বাম নেতারা এখনও গেয়ে চলেছেন। সারা পৃথিবী জুড়ে পুরনো ধাঁচের কমিউনিস্ট পার্টিকে সামনে রেখে মানুষের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না। লাতিন আমেরিকা এবং ইউরোপে বরং এক নব্য ঘরানার বামপন্থী পপুলিস্ট রাজনীতির হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। অন্য দিকে ব্রিটেনে জেরেমি করবিন ও আমেরিকায় বার্নি স্যান্ডার্সকে নিয়ে উন্মাদনা দেখা দিচ্ছে। এগুলো কোনওটাই বিংশ শতাব্দীর কমিউনিস্ট পার্টির ধাঁচের রাজনীতি নয়। গোটা পৃথিবীর বামপন্থী আন্দোলনের দিকে তাকালে এটা বোঝা যায় যে একবিংশ শতাব্দীর বাম রাজনীতি করতে গিয়ে বিংশ শতাব্দীর বুলি আউড়ে কিছু হবে না। বিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক ভাবনা যে একবিংশ শতাব্দীতে এসে পুঁজিবাদী ও নব্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জন্ম দেয় তা বর্তমান চিনের হাল-হকিকত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলে বোঝা যায়। এবং বিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক ভাবনা একবিংশ শতাব্দীতে এসে যে রাজতন্ত্রের জন্ম দেয় তা উত্তর কোরিয়ার দিকে তাকালে বোঝা যায়।

সে দিক থেকে দেখলে এই রাজ্যে তৃণমূল বরং এক নব্য ঘরানার মধ্য-বাম পপুলিস্ট রাজনীতি করছে। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই বামেদের ভোটের একটা অংশ তৃণমূলের দিকে যেতে শুরু করে। আজ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্ব থেকে বাংলায় যে নব্য-তৃণমূলের আবির্ভাব হয়েছিল তা দ্রুত গতিতে গ্রাম ও শহরের গরিব মানুষদের সমর্থন জোগাড় করতে সক্ষম। সাদা-নীলের আর্জেন্টিনায় এক সময় পেরোনিস্ট পপুলিস্ট রাজনীতি গতি পেয়েছিল। তখন বামপন্থীদের মধ্যে এই বিতর্ক হয়েছিল যে তারা সেই পপুলিস্ট রাজনীতিকে সমর্থন করবে কিনা। সাদা-নীলের পশ্চিমবঙ্গে আর একটা পপুলিস্ট রাজনীতি হচ্ছে। যাঁরা গ্রামেগঞ্জে ঘোরেন তাঁরা খবর রাখেন যে বামফ্রন্টের মধ্যে থেকে এখন একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশের মানুষ দলবল নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। ফলে পুরনো বাম ঘরানার রাজনীতির সংগঠকরা এখন বাংলার নব্য তৃণমূলকে আরও বেশি শক্তিশালী ও সংগঠিত করতে সাহায্য করছে। সেই মজবুত তৃণমূল, তৃণমূল স্তরের মানুষ নিয়ে আগামী পঞ্চায়েত ভোটে ঝাঁপাবে।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সাইন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

পশ্চিমবঙ্গ ২০১৮

উপনির্বাচনে শতাংশের বিচারে প্রাপ্ত ভোটের হিসেব

নির্বাচন কেন্দ্র	তৃণমূল	বিজেপি	সিপিআই(এম)	কংগ্রেস
উলুবেড়িয়া লোকসভা	৬১.৫৭	২৩.৫০	১১.১৪	১.৮৫
নোয়াপাড়া বিধানসভা	৫৪.৫৫	২০.৭৬	১৯.০৩	৫.৬৪

পিটিআই

ভগীরথ

রাজস্থান ২০১৮

উপনির্বাচনে প্রধান দুই দলের প্রাপ্ত ভোট শতাংশ

নির্বাচন কেন্দ্র	কংগ্রেস	বিজেপি
আলওয়ার লোকসভা	৫৬.৯৬	৩৯.৫৩
অজমেঢ় লোকসভা	৫০.৯৮	৪৩.৯৪
মণ্ডলগড় বিধানসভা	৩৯.৫০	৩২.১৯

তথ্যসূত্র: ভারতের নির্বাচন কমিশন

বিন্যাস: অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়